প্রথম আলো

03 SEP 2016
তারিখ ... 03 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...১... .....

শিক্ষার মানোন্নয়ন

অনুপস্থিত শিক্ষকদের শাস্তি দিন

শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে যখন বিভিন্ন মহলে হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল, তখন সরকার বাস্তবতা স্বীকার করতে চায়নি। এখন খোদ শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, কলেজে বেশির ভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকে না। অনেক শিক্ষক মনে করেন, ক্লাসে পড়ালে শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে আসবে না।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তদারক ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার যে চিত্র উঠে এসেছে, তা-ও সুখকর নয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণির ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এখনো মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে দক্ষতার জাতীয় গড় স্তর (কাঙ্ক্ষিত) অর্জন করতে পারছে না। বাংলা বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই। অষ্টম শ্রেণির ইংরেজিতে ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থী গড় দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। মাধ্যমিক স্তরের ৫২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণির ১৫ হাজার ৮১০ ও অষ্টম শ্রেণির সমসংখ্যক শিক্ষার্থীর শেখার দক্ষতার ওপর মূল্যায়ন পরীক্ষা (টেস্ট) করা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠদানে এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা অধিক জোর দিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা আরও কম হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ শেষ করে এসেছে। তিনটি বিষয়ে গড় মানের চেয়ে কম দক্ষতা নিয়ে এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কীভাবে ওপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলো, সেটাও প্রশ্ন। নীতিনির্ধারকেরা ৭০ বা ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী এসএসসিতে উত্তীর্ণ হলে আহ্লাদিত হন। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে ভাবেন বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রয়োজনে কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী কলেজগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপস্থিতি একেবারে কম নয়। এই স্তরেই কোচিং-বাণিজ্যটা হয় আরও বেশি। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের দক্ষতা বাড়াতে হলে শিক্ষকদের শতভাগ শ্রেণিকক্ষমুখী করার বিকল্প নেই। শিক্ষক অনুপস্থিতির বিষয়ে কেবল ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ ফল দেবে না: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।